প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টির শুরু

প্রসঙ্গ ঃ নূরে মোহাম্মদীর (দঃ) সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতি

অনাদি ও অনন্ত স্বত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন একা ও অপ্রকাশিত ছিলেন, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশের সাধ ও ইচ্ছা জাগরিত হলো। তখন তিনি একক সৃষ্টি হিসেবে নবী করিম (দঃ)-এর নূর মোবারক পয়দা করলেন এবং নাম রাখলেন মোহাম্মদ (দঃ) (কানজুদ্দাকায়েক-ইমাম গাযালী)। সেই নূরে মোহাম্মদীর সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্বয়ং নবী করিম (দঃ) মারফু মুত্তাসিল হাদীসের মাধ্যমে পরিস্কার ব্যাখ্যা করে গেছেন। উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে রাসুলে পাক (দঃ)-এর একনিষ্ঠ খাদেম ও মদিনার ৬নং সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক। উক্ত হাদীসটি প্রথম সংকলিত হয়েছে "মোসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক" নামক হাদীস গ্রন্থে। মোহাদ্দেস আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ইমাম বোখারী (রাঃ)-এর দাদা ওস্তাদ এবং ইমাম মালেকের শাগরিদ। পরবর্তীতে উক্ত গ্রন্থ হতে অনেক হাদীস বিশারদগণ নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসখানা সংকলিত করেছেন। যেমন–ইমাম কাস্তুলানী (রহঃ) তাঁর রচিত নবী করিম (দঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ায়' উক্ত হাদীসখানা সংকলন করেছেন। মিশরের আল্লামা ইউসুফ নাব্হানী তাঁর রচিত আন্ওয়ারে মোহাম্মাদীয়া নামক আরবী গ্রন্থেও উক্ত হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। নবী করিম (দঃ)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে এই হাদীসখানা স্বব্যাখ্যাত এবং বিস্তারিত। তাই বিজ্ঞ পাঠকের সামনে আমরা উক্ত হাদীসখানা অনুবাদসহ তুলে ধরছি। এ রেওয়ায়াত ছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়াত অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও খন্ডিত এবং উসুলে হাদীসের মাপকাঠিতে অনির্ভরযোগ্য বা মারজুহ্। হাদীসখানা নিম্নরূপ ঃ

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ أَخْبِرْنِيْ عَنْ أَوَّلِ شَيْئٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَاجَابِرُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ

www.sunnibarta.com

يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا اِنْسِيٌّ۔ فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِيْ اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِيْ الْكُرْسِيَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوٰتِ وَمِنَ الثَّانِيْ الْاَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِيْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ. (اَلْجُزْءُ الْمَفْقُوْدُ مِنَ الْمُصَنَّفِ)

অর্থ–ইমাম আবদুর রাজ্জাক (ইমাম বোখারীর দাদা ওস্তাদ) মোয়াম্মার হতে, তিনি ইবনে মুন্‌কাদার হতে, তিনি হযরত জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত জাবের (রাঃ) বলেন- আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (দঃ)! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হোক, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কোন্ বস্তু সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে নবী করীম (দঃ) বললেন–"হে জাবের, আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব প্রথম সমস্ত বস্তুর পূর্বে তাঁর 'নিজ নূর হতে' তোমার নবীর নূর পয়দা করেছেন। তারপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী ঐ নূর (লা-মাকানে) পরিভ্রমণ করতে থাকে। কেননা ঐ সময় না ছিল লাওহে-মাহফুয, না ছিল কলম, না ছিল বেহেস্ত, না ছিল দোযখ, না ছিল ফিরিস্তা, না ছিল আকাশ, না ছিল পৃথিবী, না ছিল সূর্য, না ছিল চন্দ্র, না ছিল জ্বীন জাতি, না ছিল মানবজাতি।

www.sunnibarta.com

অতঃপর যখন আল্লাহ্তায়ালা অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করার মনস্থ করলেন–তখন আমার ঐ নূরকে চারভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে কলম, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে লাওহে-মাহফুয এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করলেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফিরিস্তা, দ্বিতীয় অংশ দিয়ে কুরসি এবং তৃতীয় অংশ দিয়ে অন্যান্য ফিরিস্তা সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় চার ভাগের এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে আকাশ, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে জমিন (পৃথিবী) এবং তৃতীয়ভাগ দিয়ে বেহেস্ত ও দোযখ সৃষ্টি করলেন। তৃতীয়বার অবশিষ্ট এক ভাগকে পুনরায় চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে মোমেনদের নয়নের নূর–(অন্তর্দৃষ্টি), দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে মুমিনদের কলবের নূর- তথা আল্লাহর মা'রেফাত এবং তৃতীয়ভাগ দিয়ে মুমিনদের মহব্বতের নূর– তথা তাওহীদী কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' সৃষ্টি করেছেন।" (২৫৬ ভাগের এক ভাগ থেকে অন্যান্য সৃষ্টিজগত পয়দা করলেন)। –মাওয়াহেব লাদুন্নিয়া ও মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক- (আল জুয্উল মাফকুদ অংশ)।

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত হাদীসে বর্ণিত مِنْ نُوْرِهٖ বা তাঁর "নিজ নূর" হতে শব্দটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত শরীফে লিখেছেন- 'আয়–মিন লামআতে নূরিহী'-অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপন যাতি নূরের জ্যোতি দিয়ে নবীজীর নূর পয়দা করেছেন।

মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) মকতুবাত শরীফের ৩য় খন্ড ১০০ নম্বর মকতুবে বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে স্বীয় খাস নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন"।
যারকানী (রহঃ) مِنْ نُوْرِهٖ ব্যাখ্যায় বলেছেন- "মিন নূরিন হুয়া যাতুহু" অর্থ্যাৎ "আল্লাহর যাত বা সত্বা হলো নূর–সেই যাতী নূরের জ্যোতি হতেই নূরে মোহাম্মাদী পয়দা" (যারকানী)। দেওবন্দী মৌঃ আশরাফ আলী থানবীও একই ব্যাখ্যা দিয়েছে তার নশরুত ত্বীব গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায়।

অন্য এক হাদীসে হযরত আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে নবী করীম (দঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন– كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّيْ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ بِاَرْبَعَةَ عَشَرَ اَلْفِ عَامٍ–

অর্থ–"আমি (নবী) আদম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আমার প্রতিপালকের নিকট নূর হিসেবে বিদ্যমান ছিলাম"। (ঐ জগতের একদিন পৃথিবীর এক হাজার

www.sunnibarta.com

বৎসরের সমান। অংকের হিসাবে ৫১১,০০,০০০০০ (পাঁচ শত এগার কোটি) বৎসর হয়। বেদায়া ও নেহায়া এবং আন্ওয়ারে মোহাম্মাদীয়া গ্রন্থসূত্রে এই হাদীসখানা উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

তাফসীরে রুহুল বয়ানে সুরা তাওবার আয়াত لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

অর্থ- **"তোমাদের নিকট এক মহান রাসূলের আগমন হয়েছে"**

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে নবী করিম (দঃ) কোথা হতে আসলেন- সে সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَاجِبْرِيْلُ كَمْ عُمْرُكَ مِنَ السِّنِيْنَ- فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَسْتُ اَعْلَمُ غَيْرَ اَنَّ فِى الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا يَّطْلُعُ فِىْ كُلِّ سَبْعِيْنَ اَلْفِ سَنَةٍ مَّرَّةً - رَأَيْتُهٗ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ اَلْفَ مَرَّةً فَقَالَ يَاجِبْرِيْلُ وَعِزَّةِ رَبِّىْ اَنَا ذٰلِكَ الْكَوْكَبُ-

অর্থ-"একদিন নবী করীম (দঃ) কথা প্রসঙ্গে হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে তাঁর বয়স সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন-হে জিব্রাইল! তোমার বয়স কত? তদুত্তরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন- আমি শুধু এতটুকু জানি যে, নূরের চতুর্থ হিজাবে একটি উজ্জ্বল তারকা ৭০ হাজার বৎসর পর পর একবার উদিত হত। (অর্থাৎ সত্তর হাজার বৎসর উদিত অবস্থায় এবং সত্তর হাজার বৎসর অস্তমিত অবস্থায় ঐ তারকাটি বিরাজমান ছিল)। আমি ঐ তারকাটিকে ৭২ হাজার বার উদিত অবস্থায় দেখেছি। তখন নবী করীম (দঃ) বললেন- **"খোদার শপথ, আমিই ছিলাম ঐ তারকা"**। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৩য় খন্ড ৫৪৩ পৃঃ সূরা তওবা এবং সীরাতে হলবিয়া ১ম খন্ড ৩০ পৃষ্ঠা)

নবী করিম (দঃ)-এর এই অবস্থানের সময় ছিলো ঐ জগতের হিসাবে একহাজার আট কোটি বৎসর। পাঁচশত চার কোটি বৎসর ছিলেন উদীয়মান অবস্থায় এবং পাঁচশত চার কোটি বৎসর ছিলেন গায়েবী অবস্থায়। দুনিয়ার হিসাবে কত হাজার কোটি বৎসর হবে- তা আল্লাহ্-ই জানেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) শুধু দেখেছেন হুযুরের বাহ্যিক রূপ। বাতেনী দিকটি ছিল তাঁর অজানা।

www.sunnibarta.com

রাসুল করীম (দঃ)-এর সৃষ্টি রহস্য এত গভীর যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহই প্রকৃত অবস্থা জানেনা। ওহাবী সম্প্রদায়ের নেতা দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাশেম নানুতবী সাহেব নবী করিম (দঃ)-এর বাহ্যিক আবরণের ভিতরে যে প্রকৃত নূরানী রূপটি লুক্কায়িত ও রহস্যাবৃত রয়েছে, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন এভাবে–

رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت–

ورنہ نہ جانا کسے نے تجھ بجز ستار–

অর্থ–"হে প্রিয় নবী (দঃ)! আপনার প্রকৃত রূপটি তো বশরিয়তের আবরনে ঢাকা পড়ে আছে। আপনাকে আপনার প্রভূ (ছাত্তার) ছাড়া অন্য কেহই চিন্‌তে পারেনি"।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাসূল করীম (দঃ)-এর রূপ বা অবস্থা তিনটি। যথা– ছুরতে বাশারী, ছুরতে মালাকী ও ছুরতে হককী। (তাফসীরে রূহুল বয়ান ও তাফসীরে কাদেরী)। সাধারণ মানুষ শুধু দেখতে পায় বশরী ছুরতটি। অন্য দুটি ছুরত বা অবস্থা খাস লোক ছাড়া দেখা ও অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA

www.sunnibarta.com